ধারাবাহিক রচনা

হাডসন থেকে পটোম্যাক

জসিম মলিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এদিকে মীর শিবলি ও ইভা গাড়িতে চড়ে বসেছেন চলে যাবেন নিউইয়র্ক। আমাদের অনুরোধে তারা যাওয়া থেকে বিরত হলেন। অবশেষে শিব্বির আহমেদ ও সাদেক খান উদ্যোগী হয়ে আমাদের হোটেলের ব্যবস্থা করতে পারলেন। স্প্রিংফিল্ড, ভার্জিনিয়া হিলটনে আমরা চেকইন করলাম আরো দু'দিনের জন্য। আসলে উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিলনা। তাদের শুধু এতবড় অনুষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতায় ঘাটতি ছিল। এদিকে কিরন ভাই অবব্যস্থাপনার কথা শুনে অনুষ্ঠানস্থলে না এসেই ওয়াশিংটন থেকে ফিরতি বাসে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাকে কোনো রকম আটকানো গেলো এবং আমরা তাকে নিয়ে আসলাম।

তৃতীয় দিবসঃ আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। হৈ চৈ করি। তামাশা দেখি। কখনও রেষ্টুরেন্ট খুঁজে বের করি, বা সেই ভ্যান গাড়ির বিরিয়ানি খাই চাঁদের আলোয়। রূপসীদের হাটে হারাই। বাক্য বিনিময় হয়। ভার্জিনিয়ার আলো, রাশনা বা বাল্টিমোরের রুবি, মেবিনা। খবর ডটকমের হ্যান্ডসাম মশিউর মেয়ে দেখলেই আটকে যায়। কিছুতেই ওকে ধরে রাখা যায় যায়না। ওর জন্য আমাদের সব কিছুতে দেরী হয়ে যায়। ওর ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করতেই থাকে। আর কিরন ভাইতো কিছুতেই ভাবিদের কাছ থেকে ছুটে আসতে পারেন না। পরের জনমে কিরন হয়ে জনমএত চাই।শিবলী ভাই শুধু অবলোকন করেন। শিব্বির ভাই বার বার আস্বস্ত করেন, কোনো চিন্তা নাই, আমার বাসা খালি। আস্বস্ত করেছিলেন দেলওয়ার ভাই আর কবিতা আপাও। ২০০০ সালে একবার কবিতা আপার ভার্জিনিয়ার সুন্দর বাড়িতে বেড়িয়েছিলাম। সেই বাড়িটি কী এখনও আছে! জানা হয়নি।

অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছু বিশৃংখল ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় একদল তরুন ছেলে মেয়ে হৈ হলা করে অন্যদের বিরক্ত উৎপাদন করেছে। অনেকেই টাকা পয়সা খরচ করে দুর দুরান্ত থেকে অনুষ্ঠানে এসেছেন। নিউইয়র্ক মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক আইরিন পারভিন এরকম একজন। চিৎকার চেচামেচির কারনে তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে যান। অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ার চোখে পরেনি। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোনো সূচি তৈরী করা হয়নি। পুরো দু'দিনের অনুষ্ঠান শারমিন রেজা ইভা একাই তার মুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে সফলভাবে পরিচালনা করেন।

শিব্বির আহমেদ সম্পাদিত ফোবানা উপলক্ষ্যে যে স্মরনিকাটি প্রকাশিত হয়েছে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০। এর মধ্যে ১৩টি বানী রয়েছে। প্রথম বানীটি সম্পাদকের। এরপর ক্রমানুসারে বানী রয়েছে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, সাদিক এম খান, জি, আই রাসেল প্রমূখদের। প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাহফুজুর রহমানের বানীটি আছে এগারো নম্বরে। মোট লেখা আছে তিন পৃষ্ঠার। লেখকরা হচ্ছেন সম্পাদক (অরপি আহমেদ) নিজে, আকবর হায়দার কিরন, দর্পন কবির. ফকির ইলিয়াস ও আলমগীর আলম। বাকী সব বিজ্ঞাপন।

তবে শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই ফোবানা সম্পন্ন হয়। উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। এজন্য তাদের ধন্যবাদ পাওনা। কনভেনের সাদেক খান, জি, আই রাসেল, ড. শাহজাহান মাহমুদ, মাহফুজুর রহমান শুভ্র, ড. গোলাম ফরিদ আক্তার, শামীম হায়দার, আবু রুমি, মাহমুদুন নবী বাকি, হারুন চৌধুরী, সফি দেলোয়ার কাজল, আমর ইসলাম, আবু নাসের, জকির হোসেন সহ সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পরবর্তী ফোবানা কোথায় হবে সেটা নির্ধারন করা যায়নি। আবু দারা জুবায়ের জানিয়েছেন তাদের প্রচেষ্টা থাকবে আগামী ফোবানা যেনো একটাই হয়। সেজন্য তারা অন্য গ্রুপের সাথে কথা বলবেন।

৫.

এবং পটোম্যাক ক্যানালঃ বাল্টিমোর

আমেরিকা দেশটা কেনো পৃথিবীর সেরা দেশ সেটা এই দেশটা না ঘুরলে বোঝা যায় না। ফোবানার অনুষ্ঠানে আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী (দক্ষিন এশিয়া) রবার্ট বেকের বক্তব্য শুনে বিমোহিত হয়েছিলাম। বাংলা টিভির পক্ষে তার একটি ছোট্ট ইন্টারভিউ নেন আকবর হায়দার কিরন। কেনো আমেরিকা এত বড় সেটা তাদের স্বপ্ন ও বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়। পাশা পাশি আমাদের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবির যে বক্তব্য দেন সেখানে কোনো স্বপ্নের কথা থাকে না। থাকেনা দেশপ্রেমের ছোঁয়া। আসার দিন রাতে বাল্টিমোর হারবার টানেলে যখন প্রবশ করি তখন মনে হচ্ছিল কত স্বপ্ন দিয়ে এই দেশটি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় আড়াই কলোমিটার দীর্ঘ এই টানেল। কত মেধা আর শ্রম আছে এর প্রতিটি ইট বালুতে।

৪ জুলাই আমার আত্মীয় প্রদীপের সাথে গেলাম ওর ভার্জিনিয়ার বাড়িতে। প্রদীপ ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার। ওর স্ত্রী তুলি চমৎকার রান্না করেছে। দু'তিনদিন ধরে বাঙ্গালি খাবার না খেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আসার সময় আমার বন্ধুদের খাবার দিয়ে দেয়। ওখান থেকে গেলাম মেরিল্যান্ড রিপনের বাসায়। পথে যেতে যেতে রাস্তার দু'পাশে স্বপ্নের মতো বনভূমি।

উঁচু বালিয়ারি। মন জুড়িয়ে যায়। মেরিল্যান্ড অপেক্ষাকৃত শান্ত জায়গা। পটোম্যাক নদীর তীর ধরে আমরা যাচ্ছিলাম। প্রায় সাড়ে চারশ মাইল দীর্ঘ এই ক্যানেল। কী অসাধারন নৈসর্গিক পরিবেশ। ক্যানেলে স্পীডবোট নিয়ে ছুটছে ট্যুরিষ্টরা। ছিটকে পরছে নীল জল। কোথাও নদী দখল নেই, পলিউশন নেই।

ওয়াশিংটন ডিসির চারিদিকে যেমন বিত্তের ছোঁয়া তেমনি প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতোই হোমলেস মানুষ। তারা রাস্তার পাশে রাত কাটায়। বড়ই বেমনান এই দৃশ্য। মনে পরে যায় ঢাকার কথা। যেখানে প্রতি রাতে চলিশ লাখ লোক রাস্তায় থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে ঢাকার হোমলেসদের সত্যিকার থাকার কোনো যায়গা নেই, আর এখানকার হোমলেসরা স্বভাবের কারনে রাস্তায় রাত কাটায়। ওয়াশিংটন বুভার্ড দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ে প্রথম এখানে আসার কথা। ২০০০ সালে যখন প্রথম ওয়াশিংটন আসি তখন মুগ্ধ হয়ে সব দেখেছি। পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস, ক্যাপিটাল হিলে ঘুরি আর সেদিনের কথা মনে পড়ে। পেন্টাগনের কাছেই ক্লিনটনের প্রেমিকা মনিকা লিউনস্কির সেই প্রাসোদপম বাড়িটি এখনও আছে কিনা কে জানে। ২০০০ সালে এই পথ দিয়ে যখন ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলাম তখন মিসরীয় ড্রাইভার আমাকে বাড়িটি দেখিয়েছিল।

৪ জুলাই ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আমরা হিল্টন হোটেলের ২৯ তলায় বসে দেখেছিলাম নয়নাভিরাম ফায়ার ওয়ার্কস। পুরো শহর জুড়ে সে এক বর্নালী দৃশ্য। নানা রঙের ছটায় সেদিনের সন্ধ্যা বর্নময় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। জীবনের রুপ রস স্পন্দিত হয়েছিল। জীবনটা আসলে এ রকম বর্নময় নয় মানুষের, এটাই জীবনের বাস্তবতা। ৬ জুলাই টরন্টো ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম স্বপ্ন ও বাস্তবের ছবিটা ঠিক বোধগম্য হয় না কোনো? (সমাপ্ত)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto